ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

নেওয়াজুল মওলা, সহিদুল ইসলাম, সাজ্জাদুল করিম

১৩ ডিসেম্বর ২০২২

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র
- কার্যকর ও টেকসই চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (চিহ্নিত ও পৃথককরণ, সংগ্রহ, পরিবহণ, পরিশোধন এবং অপসারণ) ঘাটতির কারণে পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব এবং সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি
- শয্যাপ্রতি দৈনিক গড়ে উৎপন্ন চিকিৎসা বর্জ্যের পরিমাণের হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৭)
- বাংলাদেশে প্রতি মাসে উৎপন্ন চিকিৎসা বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার ৪৪০ টন; যার অধিকাংশই সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত নয় (ব্র্যাক, ২০২০)
- জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে নগরসমূহে সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ (১১.৬); অভীষ্ট ৩, ৬, ৮, ১২ ও ১৩ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিত করতে টেকসই চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ
- জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮-এ হাসপাতালে দৈনিক উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণসহ তা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার নির্দেশনা

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে একটি পরিকল্পিত চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব প্রদান

- পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাকে সর্বপ্রথম একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্ব প্রদান; পরবর্তী সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের পূর্বে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিশোধন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ

  - ধারাবাহিকভাবে সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও সর্বশেষ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টিকারী চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার উল্লেখ

- স্বাস্থ্যখাতের ওপর সম্পন্ন টিআইবি'র একটি গবেষণায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত; চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশ

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যস্থাপনার বিদ্যমান কাঠামো ও এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধি পর্যালোচনা এবং তা প্রতিপালনে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা
- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, কারণ ও মাত্রা চিহ্নিত করা
- গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা; গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির ব্যবহার
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	▪ হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী
	জরিপ	▪ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ঠিকাদার* প্রতিষ্ঠান ▪ চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী**
	পর্যবেক্ষণ	▪ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম
পরোক্ষ তথ্য	বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	▪ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নির্দেশিকা; সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন; প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন; রেকর্ড বুক; গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য

- গবেষণা সময়কাল: জুন ২০২১ - নভেম্বর ২০২২

* ঠিকাদার অর্থ চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এ বর্ণিত ‘দখলদার’, যেমন সমিতি, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যারা লাইসেন্স গ্রহণ বা আইনগত চুক্তির মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ, পরিশোধন এবং অপসারণের সাথে জড়িত

** চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী অর্থ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অনুযায়ী হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়,আয়া,কুক, ক্লিনার/পরিচ্ছন্নতা কর্মী; সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ক্লিনার/পরিচ্ছন্নতা কর্মী; ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বর্জ্যকর্মী ইত্যাদি

গবেষণা পদ্ধতি

জরিপের জন্য নমুনার আকার নির্বাচনে বহুপর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত নমুনায়ন (Multi Stage Sampling) পদ্ধতি অনুসরণ-

- **প্রথম পর্যায়:** দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৪৫টি জেলা নির্বাচন
- **দ্বিতীয় পর্যায়:** নির্বাচিত জেলার অন্তর্ভুক্ত ৪৭টি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এলাকাকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন
- **তৃতীয় পর্যায়:**
  - প্রতিটি গবেষণা এলাকা হতে শয্যা সংখ্যার ভিত্তিতে হাসপাতালগুলোকে দুটি স্তরে বিভক্ত করে (একটি স্তরে ১০০ শয্যার কম ও আরেকটি স্তরে ১০০ থেকে বেশি) প্রতিটি স্তর থেকে ১টি সরকারি এবং ১টি বেসরকারি- সর্বমোট ১৮৮টি হাসপাতাল; ৪৭টি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ১২টি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে জরিপের জন্য নির্বাচন
  - চূড়ান্তভাবে ২৩১টি প্রতিষ্ঠানের জরিপে অংশগ্রহণ (১৮১টি হাসপাতাল, ৩৮টি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং ১২টি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান); এসব প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বর্জ্যকর্মীদের মধ্য থেকে সমানুপাতিক নমুনায়ন পদ্ধতিতে **(Proportionate Sampling)** ৯৫ জন নির্বাচন এবং ৯৩ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

জরিপের নমুনায়ন			
জরিপের নমুনা		নির্বাচিত নমুনা সংখ্যা	জরিপ সম্পন্ন হয়েছে
প্রতিষ্ঠান	হাসপাতাল	১৮৮টি	১৮১টি
	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	৪৭টি	৩৮টি
	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	১২টি	১২টি
মোট প্রতিষ্ঠান:		২৪৭টি	২৩১টি
চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী		৯৫ জন	৯৩ জন

বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র
আইন ও নীতির প্রতিপালন	▪ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, নীতি ও বিধি
সক্ষমতা	▪ অবকাঠামো; প্রযুক্তি ব্যবহার; জনবল ব্যবস্থাপনা; বাজেট; সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ
স্বচ্ছতা	▪ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য প্রকাশ
জবাবদিহি	▪ চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অপসারণ কার্যক্রম তদারকি; পরিবেশগত তদারকি; নিরীক্ষা; অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা
অংশগ্রহণ	▪ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশীজনের সম্পৃক্ততা
সমন্বয়	▪ সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়; সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়
অনিয়ম ও দুর্নীতি	▪ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন; চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী ও ঠিকাদার নিয়োগ; তথ্য ব্যবস্থাপনা; বিভিন্ন অংশীজনের সংশ্লিষ্টতা

ফলাফল

৯ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: সীমাবদ্ধতা ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮

ক্ষেত্র	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
‘কর্তৃপক্ষ’ গঠন	▪ ‘কর্তৃপক্ষ’ গঠনের দায়িত্ব কার তা উল্লেখ না থাকা ▪ ‘কর্তৃপক্ষ’ কার কাছে জবাবদিহি করবে তা উল্লেখ না থাকা	▪ বিধিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের দায়িত্বে অবহেলা – বিধিমালা জারি হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ‘কর্তৃপক্ষ’ গঠন করার কথা থাকলেও গত ১৪ বছরেও তা কার্যকর না করা – চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ঠিকাদারকে লাইসেন্স প্রদান ছাড়াই সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত কিছু ঠিকাদারকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা – ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান না করা
কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ	▪ চিকিৎসা বর্জ্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ না করা	▪ কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ প্রস্তুত না হওয়া ▪ হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে বর্জ্য সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ না হওয়া

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: সীমাবদ্ধতা ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮

ক্ষেত্র	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব	▪ চিকিৎসা বর্জ্যের বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার দায়িত্ব/জবাবদিহির বিষয়টি স্পষ্ট না থাকা	▪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি না করা ▪ ক্ষেত্রবিশেষে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার দায় এড়ানো
তরল/রাসায়নিক বর্জ্য অপসারণ	▪ তরল বর্জ্যকে আলাদাভাবে ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত এবং পৃথক করার নির্দেশনা না থাকা ▪ পানি মিশিয়ে তরল ও রাসায়নিক বর্জ্য পয়ঃপ্রণালীতে অপসারণের ক্ষেত্রে পানি ও রাসায়নিকের অনুপাত সুনির্দিষ্ট না করা ▪ বর্জ্যের ধরন ও পরিমাণ অনুযায়ী পানি মেশানোর পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকা	▪ ইচ্ছামাফিক তরল ও রাসায়নিক বর্জ্য পয়ঃপ্রণালীতে অপসারণের সুযোগ রাখা ▪ অপসারিত তরল বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি সৃষ্টি

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: সীমাবদ্ধতা ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮

ক্ষেত্র	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
পুনঃচক্রয়ান ও পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা	▪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে পুনঃব্যবহার (reuse) ও পুনঃচক্রয়ানযোগ্য (recycle) বর্জ্যের আলাদা শ্রেণি না করা ▪ পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রয়ানযোগ্য চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো নির্দেশনা (পরিবেশবান্ধব ক্রয় নীতি/কার্যকর মডেল) না থাকা	▪ পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রয়ানযোগ্য বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা না হওয়া ▪ পুনঃচক্রয়ানযোগ্য বর্জ্য সংক্রমিত অবস্থায় অবৈধভাবে কালোবাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ ▪ নির্দেশনা না থাকায় পুনঃচক্রয়ানযোগ্য বর্জ্য বিক্রির অর্থে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের আংশিক/সম্পূর্ণ নির্বাহ করা সম্ভব হলেও তা করতে না পারা
বর্জ্য হ্রাসে গুরুত্ব প্রদান	▪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে চিকিৎসা বর্জ্য হ্রাসকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হলেও বিধিতে তা অনুপস্থিত	▪ হাসপাতাল কর্তৃক বর্জ্য উৎপাদন আনুপাতিক হারে হ্রাস না হওয়া ▪ পরিবেশেগত দিক বিবেচনা করে পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রয়ানযোগ্য চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধিতে গুরুত্ব না দেওয়া

১২ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: সীমাবদ্ধতা ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮

ক্ষেত্র	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
হাসপাতালের ভেতরে বর্জ্য সংগ্রহ	▪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে হাসপাতালের অভ্যন্তরে বর্জ্য পরিবহণের জন্য বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী ট্রলিতে পৃথক কালার কোড এবং লেবেল থাকার নির্দেশনা বিধিতে অনুপস্থিত	▪ সকল ধরনের বর্জ্য একই ট্রলিতে পরিবহণ করায় সংক্রমণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি সৃষ্টি
হাসপাতালের বাইরে বর্জ্য পরিবহণ	▪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে বদ্ধ কন্টেইনারযুক্ত যানবাহনে এবং সংক্রামক রোগের টিকা গ্রহণকারী চালকের মাধ্যমে বর্জ্য পরিবহণ করার কথা বলা হলেও বিধিতে উল্লিখিত বর্জ্য পরিবহণে ‘অনুমোদিত’ যানবাহনের সংজ্ঞা বা তফসিল উল্লেখ না করা	▪ অনুমোদিত যানবাহনের সংজ্ঞা নির্ধারিত না হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে চিকিৎসা বর্জ্য পরিবহণ ▪ ক্ষেত্রবিশেষে বদ্ধ কন্টেইনারযুক্ত যানবাহন ব্যবহার না করায় সংক্রামক রোগ ও পরিবেশগত ঝুঁকি সৃষ্টি

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: সীমাবদ্ধতা ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯; এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯

ক্ষেত্র	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব	▪ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এলাকার হাসপাতালে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে এ আইনে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকা	▪ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট না করায় ক্ষেত্রবিশেষে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কার্যকর অংশগ্রহণ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত না হওয়া
চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিতকরণ	▪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কাজের একটি অন্যতম ক্ষেত্র হলেও চিকিৎসা বর্জ্যকে পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত না করা	▪ গৃহস্থালী ও অন্যান্য সাধারণ বর্জ্যের সাথে অশোধিত চিকিৎসা বর্জ্য একসাথে অপসারণ করায় পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি সৃষ্টি

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: সীমাবদ্ধতা ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

ক্ষেত্র	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
চিকিৎসা বর্জ্যকে ক্ষতিকর হিসেবে সুনির্দিষ্টকরণ	▪ চিকিৎসা বর্জ্যকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে চিহ্নিত না করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এ তা উল্লেখ না থাকা ▪ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকা	▪ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি ▪ আইনে উল্লেখ না থাকায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়মকারীদের আইনের আওতায় আনতে না পারা

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ	▪ বিধি ১৩ তে বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত মানমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা নির্ধারণ না করা	▪ অধিকাংশ হাসপাতাল থেকে নির্ধারিত মাত্রার চেয়েও বেশি মানমাত্রায় তরল ও রাসায়নিক বর্জ্য নিঃসরণ

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ: অবকাঠামো

হাসপাতালে বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট রঙের পাত্রের ঘাটতি

- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য ৬টি নির্দিষ্ট রঙের পাত্র রাখার নির্দেশনা থাকলেও জরিপকৃত ৬০ শতাংশ হাসপাতালে তা না থাকা
  - নির্দিষ্ট রঙের পাত্র না থাকায় হাসপাতালের অভ্যন্তরে যত্রতত্র বর্জ্য ফেলা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বর্জ্যকর্মী কর্তৃক সব ধরনের বর্জ্য একই পাত্রে সংরক্ষণ করা

বর্জ্য মজুতকরণ কক্ষের ঘাটতি

- বিধি অনুযায়ী হাসপাতালগুলোতে বর্জ্য মজুতকরণ কক্ষ এবং সেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ও বর্জ্য পরিষ্কার করার জন্য পানি সরবরাহ থাকার নির্দেশনা থাকলেও এ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কক্ষ ও উক্ত সুবিধার ঘাটতি
  - যেসব হাসপাতালে মজুতকরণ কক্ষ আছে (৩৪ শতাংশ) তার ২৩ শতাংশের মজুতকরণ কক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা না থাকা এবং ৩৬ শতাংশের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকা
  - হাসপাতালে বর্জ্য মজুতকরণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ না থাকায় উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য ফেলে রাখা

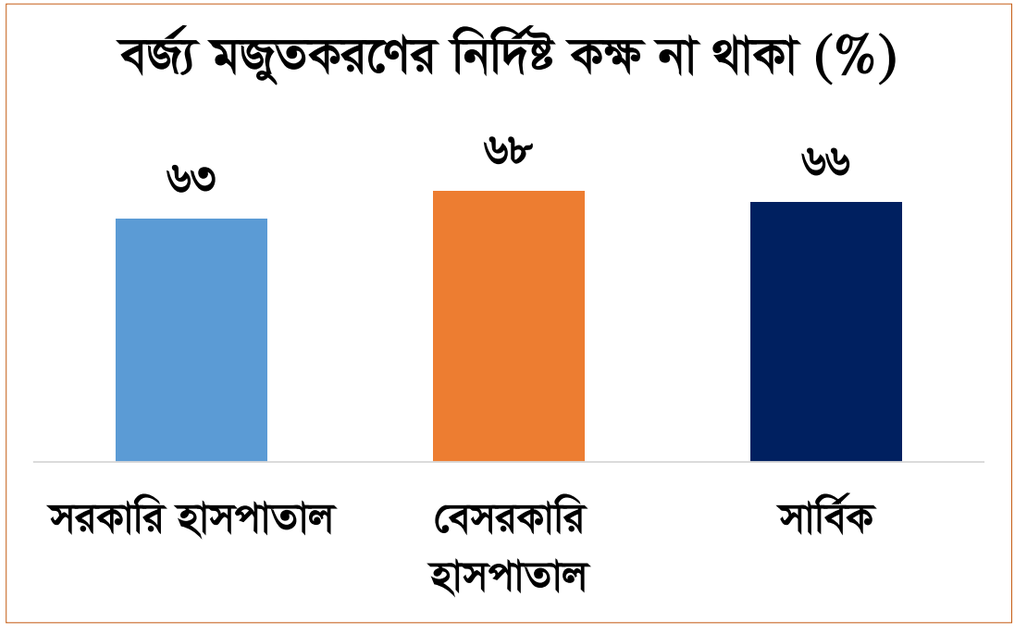

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ: অবকাঠামো

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি

- বিধি অনুযায়ী বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ যন্ত্র ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও জরিপকৃত হাসপাতালগুলোতে বর্জ্য শোধনের জন্য অটোক্লেভ যন্ত্রের ঘাটতি
  - অটোক্লেভ যন্ত্রের ঘাটতি থাকায় বা সঠিকভাবে অটোক্লেভ না করায় চিকিৎসা উপকরণের পুনঃব্যবহার
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী 'লাল' শ্রেণিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে হাসপাতালে তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) থাকা বাধ্যতামূলক হলেও জরিপকৃত বেশিরভাগ হাসপাতালে ইটিপি না থাকা
  - যেসব হাসপাতালে (১৭ শতাংশ) ইটিপি আছে, তাদের মধ্যে ১৬ শতাংশ হাসপাতালে এই ব্যবস্থা সচল না থাকা
  - ইটিপি না থাকায় বা সচল না থাকায় অশোধিত অবস্থায় চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণ করা

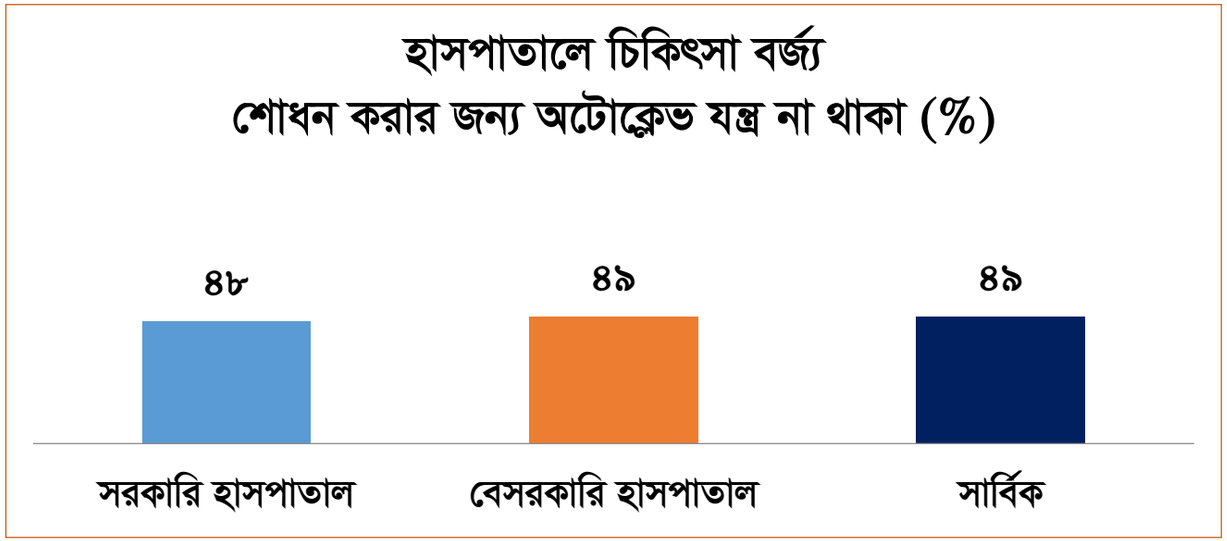

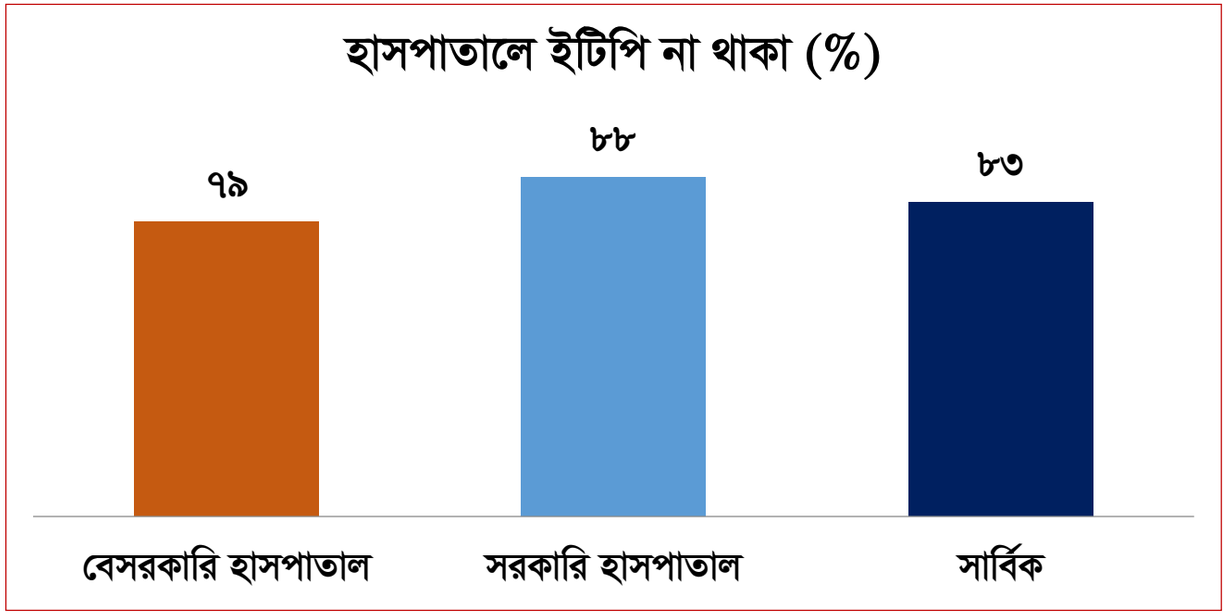

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ: অবকাঠামো

চিকিৎসা বর্জ্য শোধনাগার ও ল্যান্ডফিলের ঘাটতি

- বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য শোধন ও অপসারণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ ও অবকাঠামো তৈরির নির্দেশনা থাকলেও জরিপের আওতাভুক্ত বেশিরভাগ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাতে চিকিৎসা বর্জ্য শোধনাগার না থাকা
- মাত্র ৮টি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাতে শোধনাগার আছে, এর মধ্যে ৫টিতেই চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন করা হয় না

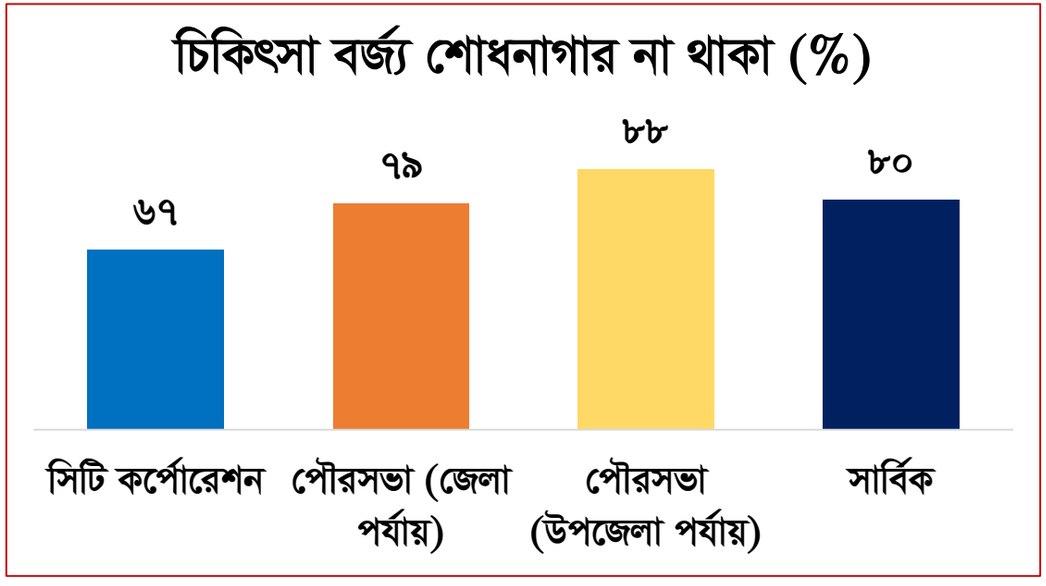

- জরিপকৃত ১৪ শতাংশ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাতে চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণ করার জন্য কোনো ল্যান্ডফিল না থাকা
- পরিবেশ সুরক্ষায় স্যানিটারি ল্যান্ডফিল গুরুত্বপূর্ণ হলেও গবেষণার আওতাভুক্ত মাত্র ১টি সিটি কর্পোরেশনে স্যানিটারি ল্যান্ডফিল থাকা
- স্বীকৃত গবেষণার তথ্য অনুযায়ী জনবসতি থেকে ল্যান্ডফিলের নিরাপদ দূরত্ব ন্যূনতম ৫০০ মিটার হলেও ৭৭ শতাংশ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ল্যান্ডফিল জনবসতির ৫০০ মিটারের কম দূরত্বে অবস্থিত
- ৮৬ শতাংশ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এলাকায় ল্যান্ডফিলগুলো সুরক্ষিত না থাকা
  - ল্যান্ডফিল অরক্ষিত থাকায় পথশিশু, পশু-পাখি, পানি ও বাতাসের মাধ্যমে বর্জ্য পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ: জনবল ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জনবলের ঘাটতি

- হাসপাতালের বর্জ্য ন্যূনতম ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপসারণের নির্দেশনা থাকলেও কর্মী সংকটের কারণে তা না হওয়া
  - নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বর্জ্য অপসারণ না হওয়ায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুর্গন্ধ ছড়ানোর কারণে চিকিৎসাপ্রার্থীদের দুর্ভোগ
- ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ (অটোক্লেভ, ইনসিনারেটর, ইটিপি ইত্যাদি) এবং বর্জ্য পরিবহণে মোটরগাড়ি চালনায় দক্ষ জনবলের ঘাটতি

কার্যবন্টন ও কর্মঘন্টা সঠিকভাবে মেনে চলায় ঘাটতি

- বর্জ্যকর্মীদের কার্যবন্টন ও কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করায় ঘাটতি
  - জরিপকৃত ১২ শতাংশ বর্জ্যকর্মী দৈনিক ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করে (গড়ে প্রায় সাড়ে ১০ ঘন্টা); অন্যদিকে ৪৪ শতাংশ কর্মী দৈনিক ৮ ঘন্টার কম কাজ করে (গড়ে সাড়ে ৫ ঘন্টা)
  - বর্জ্যকর্মীদের একাংশের ওপর কাজের চাপ বেশি থাকা; চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথককরণ, সংরক্ষণসহ পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব

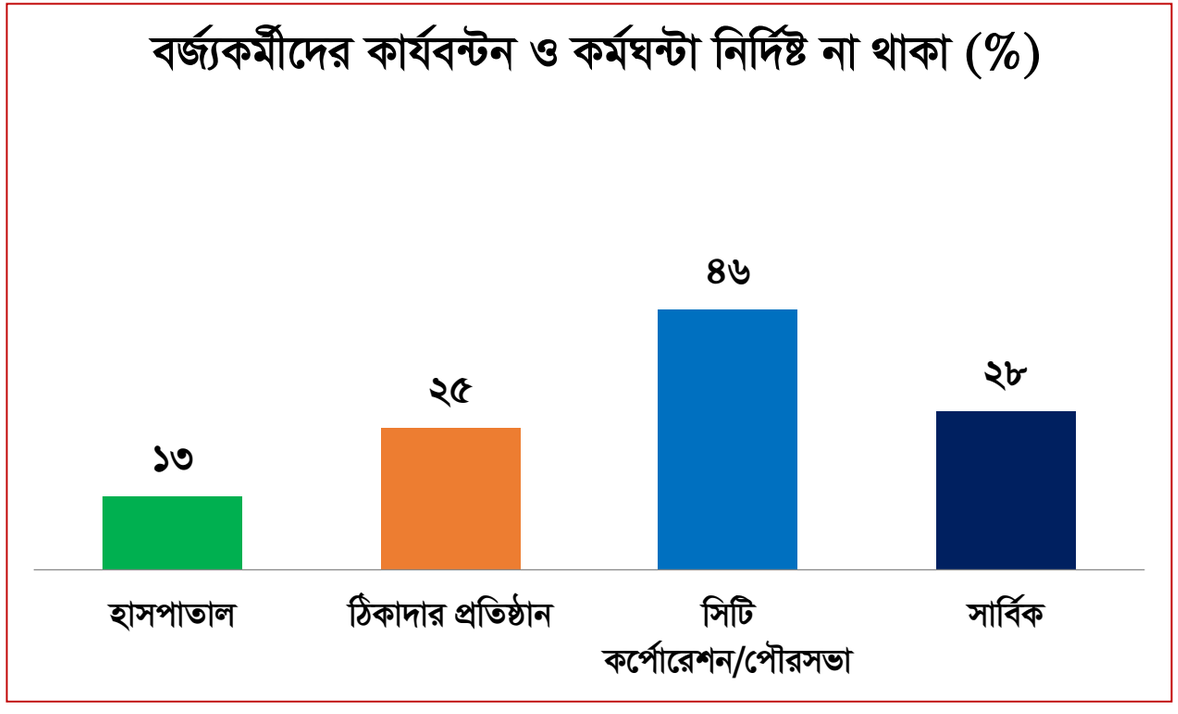

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জঃ জনবল ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসা বর্জ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি

- বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করার নির্দেশনা থাকলেও তা প্রতিপালনে ঘাটতি
  - ৬৮ শতাংশ কর্মী জানেন না চিকিৎসা বর্জ্য মোট কয়টি রঙের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হয়
  - কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় অটোক্লেভ, ইনসিনারেটর, ইটিপি, ইত্যাদি যন্ত্র চালনাসহ বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথককরণ, সংরক্ষণ এবং পরিবহণে সক্ষমতার ঘাটতি

পেশাগত ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করায় ঘাটতি

- বর্জ্যকর্মীদেরকে পেশাগত ঝুঁকি (ধারালো বর্জ্যের আঘাত, সংক্রামক রোগের ঝুঁকি, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগের ঝুঁকি ইত্যাদি) সম্পর্কে অবগত করায় ঘাটতি

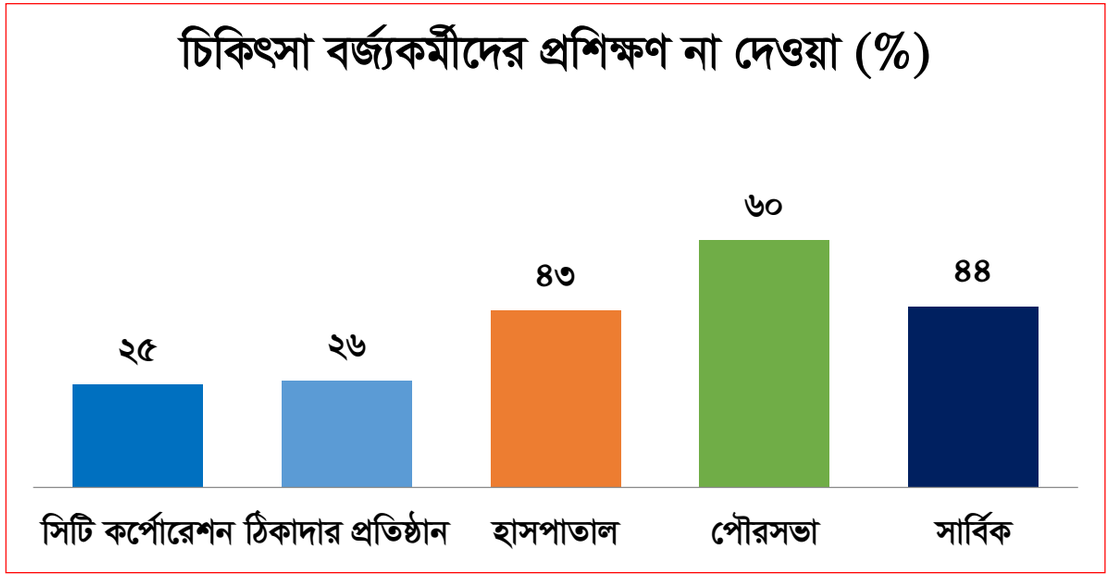

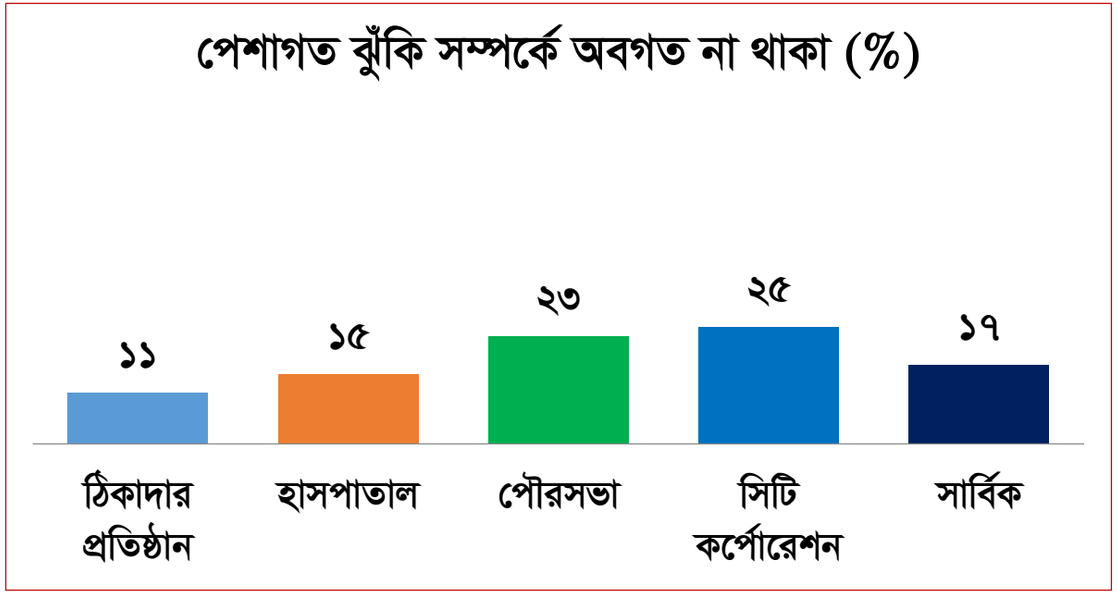

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ: বাজেট

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাজেট ঘাটতি

- জরিপকৃত সব সিটি কর্পোরেশন এবং ৭৭ শতাংশ পৌরসভায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কোনো বাজেট বরাদ্দ না থাকা
- মাত্র ২৩ শতাংশ পৌরসভা তাদের 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা'র একটি উপখাত হিসেবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক ১-৮ লাখ টাকা খরচ করে থাকে; যদিও পৌরসভার শ্রেণিভেদে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক ১০-৫০ লাখ টাকা প্রয়োজন
- বাজেট ঘাটতির কারণে হাসপাতালে আধুনিক প্রযুক্তির ইটিপি ও ইনসিনারেটর ক্রয়ে সামর্থ্য না থাকা
- ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের অজুহাতে হাসপাতালে ইটিপি, ইনসিনারেটর, অটোক্লেভসহ বর্জ্য শোধন ও বিনষ্টকারী যন্ত্র ব্যবহার না করা

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ: ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতি

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাভার্ড ভ্যান, ট্রাক ও ট্রলিসহ লজিস্টিকসের ঘাটতি
- পরিবহণ, লজিস্টিকস ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ জনবলের অভাবে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে প্রতিদিন চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে না পারা
- ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন করতে না পারা
- চিকিৎসা বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ: সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি

- বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য অন্যান্য বর্জ্যের সাথে মিশ্রিত না করার নির্দেশনা থাকলেও অন্যান্য সাধারণ বর্জ্যের সাথে একত্রে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করা
- বিধি অনুযায়ী সুরক্ষা উপকরণ যেমন- পোষাক (গ্লাভস, মাস্ক, বুট ইত্যাদি), যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদানের নির্দেশনা থাকলেও বর্জ্যকর্মীদের মধ্যে তা প্রদান করায় ঘাটতি
  - সুরক্ষা উপকরণ পর্যাপ্ত ও নিয়মিত প্রদান না করায় কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি
- ২৬ শতাংশ বর্জ্যকর্মীকে কোভিড-১৯ এর টিকা এবং ৩৮ শতাংশ বর্জ্যকর্মীকে অন্যান্য সংক্রামক রোগ (যক্ষা, হেপাটাইটিস, ডিপথেরিয়া, এনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি) প্রতিরোধে টিকা প্রদান না করা*

*তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে

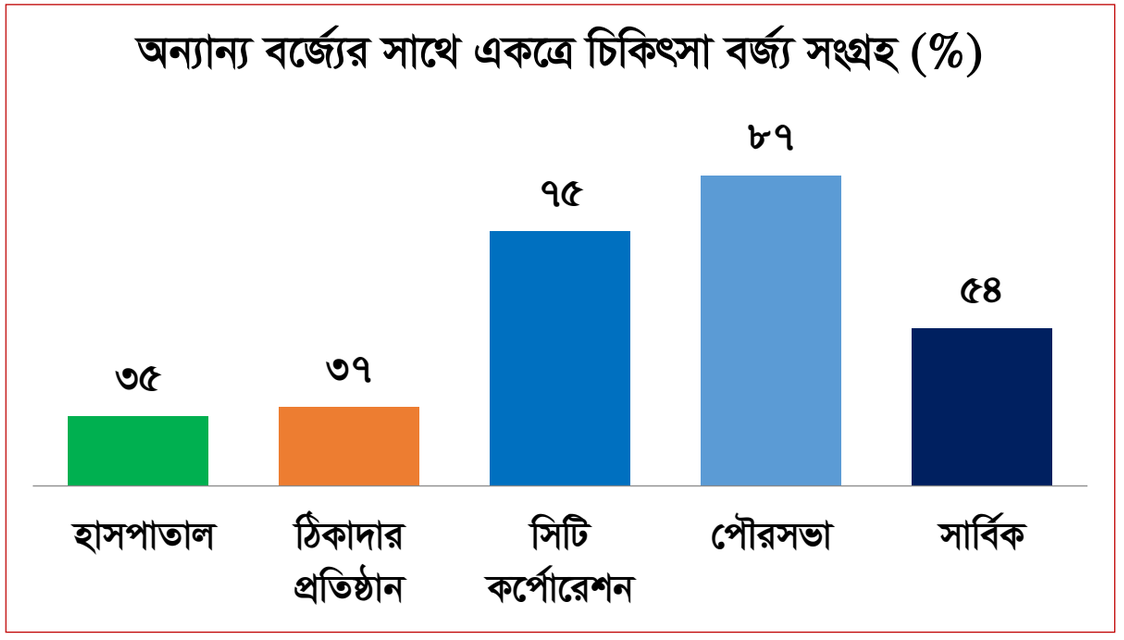

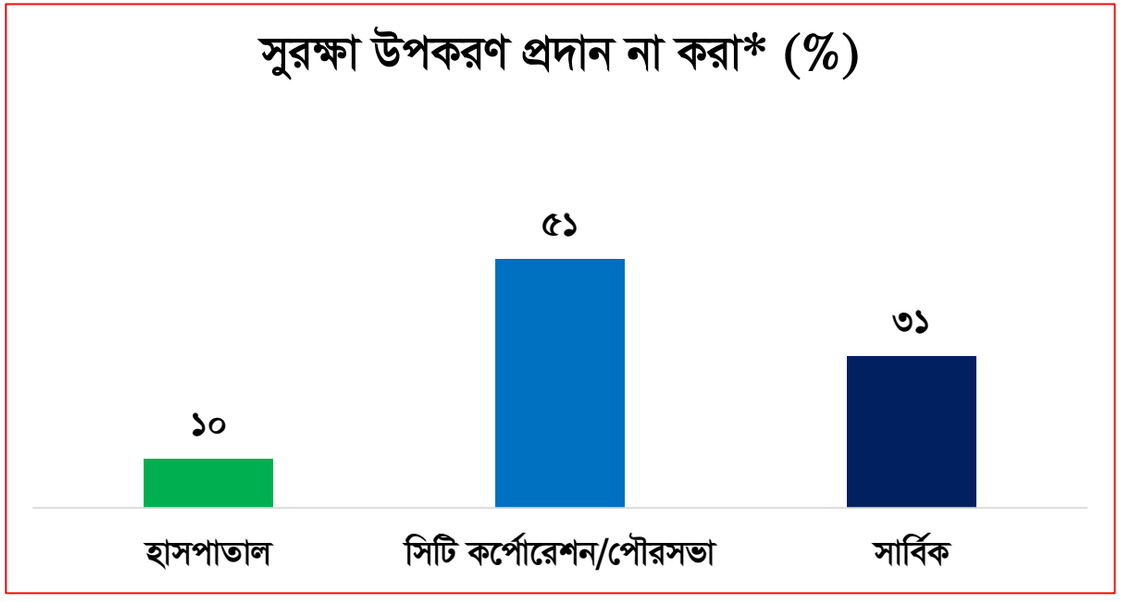

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জঃ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি

- বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য বিনষ্ট করতে ইনসিনারেটর ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক চিকিৎসা বর্জ্য বিনষ্ট করতে তা ব্যবহার না করা এবং উন্মুক্ত পদ্ধতিতে জ্বালিয়ে বিনষ্ট করা
  - চিকিৎসা বর্জ্য জ্বালিয়ে বিনষ্ট করায় বায়ু দূষণ
- বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন করে অবমুক্ত করার নির্দেশনা থাকলেও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক গৃহস্থালী বর্জ্যের সাথে অশোধিত চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণ এবং গৃহস্থালী ও অন্যান্য বর্জ্যের সাথে কোভিড-১৯ বর্জ্য অপসারণ করা
  - মাটি ও পানির দূষণ
  - সংক্রামক রোগের জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া

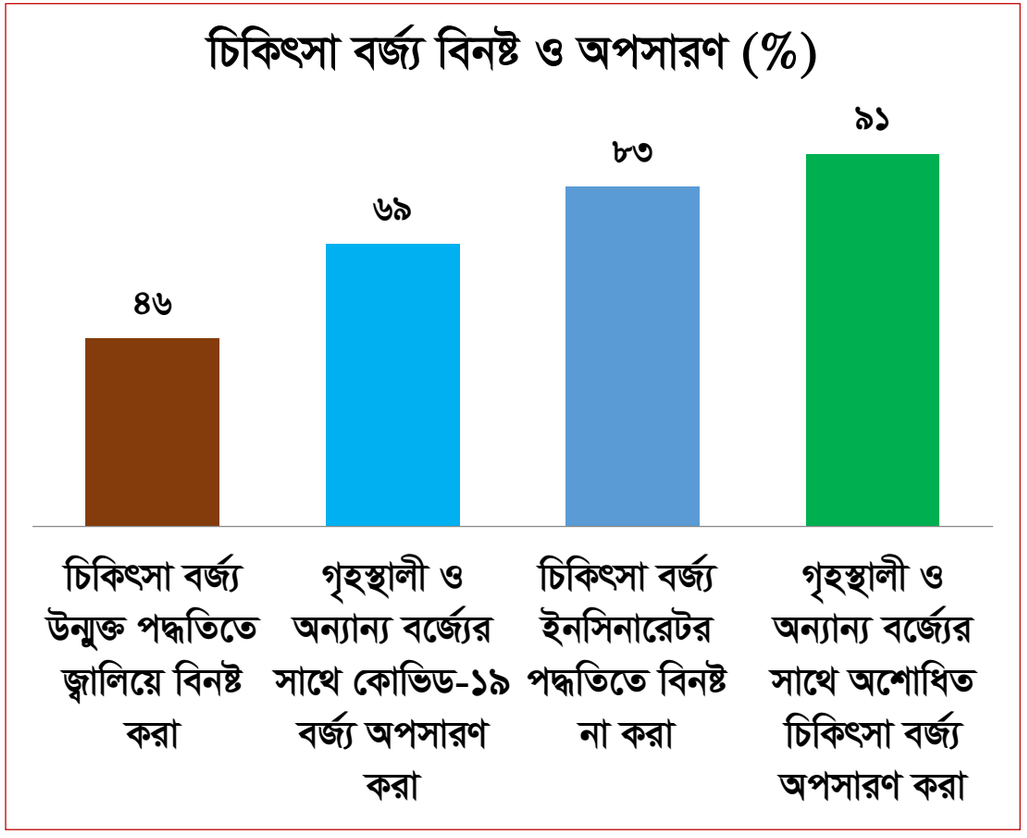

স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

- সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ওয়েবসাইটে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি
  - চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ না করা
- জরিপকৃত হাসপাতালগুলোতে বর্জ্য ফেলার নির্দেশিকা (পোস্টার, তথ্যবোর্ড ইত্যাদি) প্রদর্শন করায় ঘাটতি
  - হাসপাতালে বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে অবস্থানকারী রোগী ও দর্শনার্থীদের জন্য কালার কোড ও সাংকেতিক চিহ্ন অনুযায়ী বর্জ্য ফেলার নির্দেশিকা প্রদর্শন না করা

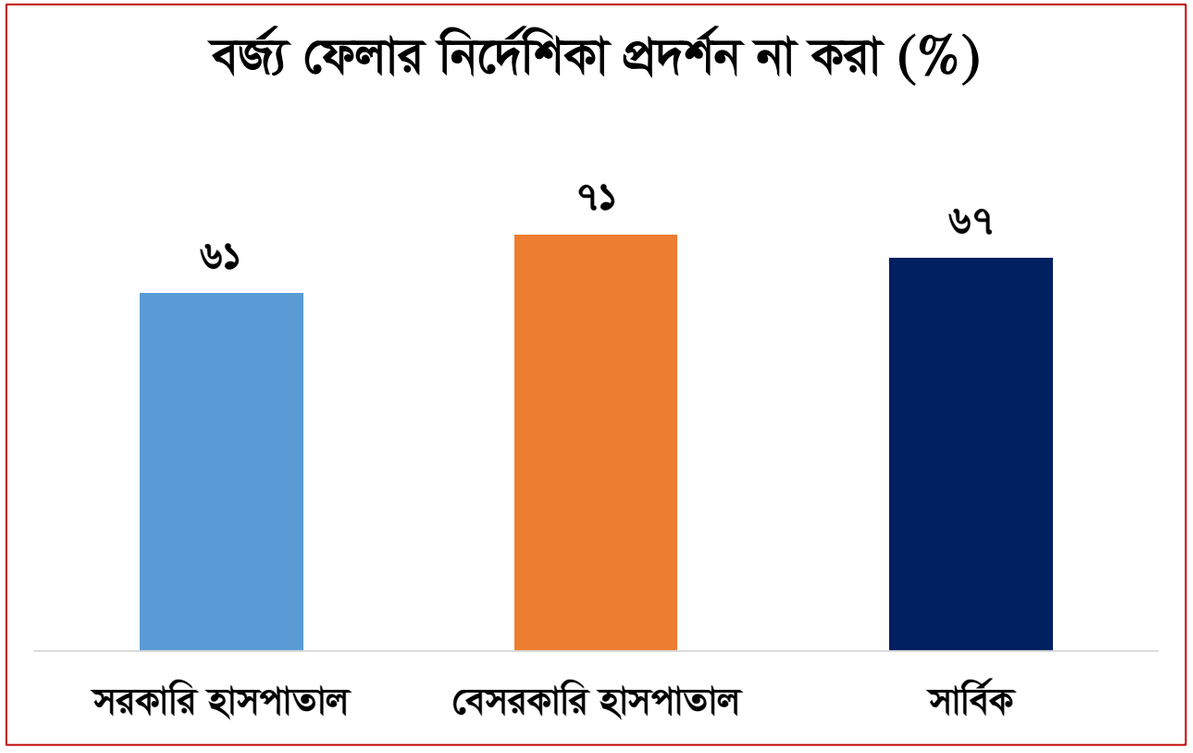

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ না করা

জবাবদিহির চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি

দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	তদারকিতে ঘাটতির বিষয়
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	▪ হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; বিধিমালা ও গাইডলাইন অনুসরণ
সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	▪ নিজস্ব বর্জ্যকর্মীসহ ঠিকাদার কর্তৃক চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিশোধন ও অপসারণ কার্যক্রম ▪ ল্যান্ডফিলে চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম
পরিবেশ অধিদপ্তর	▪ হাসপাতাল ও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ▪ ল্যান্ডফিলগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

নিরীক্ষায় ঘাটতি

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ২০১৬ সালে একটি পরিবেশগত নিরীক্ষা সম্পন্ন হলেও পরবর্তীতে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (ওসিএজি) কর্তৃক আর কোনো নিরীক্ষা সম্পন্ন না করা
- ওসিএজি'র পর্যবেক্ষণের (২০১৬) ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ (কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কমিটি গঠন, ল্যান্ডফিল নির্মাণ ইত্যাদি) না করা

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় ঘাটতি

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের ও নিরসনে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকা

অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশীজনের সম্পৃক্ততায় ঘাটতি

- বিধিতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে কোনো উদ্যোগ না নেওয়া
- অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গাইডলাইনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সচেতন নাগরিকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন করার নির্দেশনা থাকলেও তা বাস্তবায়ন না করা
  - সাংবাদিক, এনজিও কর্মী, বর্জ্য বিশেষজ্ঞসহ সচেতন নাগরিক প্রতিনিধিদের সাথে কার্যকর চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধিপরামর্শ বা মতবিনিময় সভা না করা
- কিছু বেসরকারি সংস্থার আগ্রহ ও স্বপ্রণোদিত উদ্যোগে চিকিৎসা বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা শুরু হলেও বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা না করা

সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ

সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

- ‘কর্তৃপক্ষ’ গঠন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি
- সমন্বয় না থাকায় আপীলেট কর্তৃপক্ষসহ জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর না থাকা
- জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় হাসপাতাল প্রতিনিধির নিয়মিত অংশগ্রহণ না থাকা
- হাসপাতালের সাথে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কাজের সমন্বয় না হওয়া

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে হাসপাতাল ও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সমন্বয়ে ঘাটতি থাকায় কার্যকর কর্মপরিকল্পনা তৈরি না হওয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি

হাসপাতালে চিকিৎসা বর্জ্য সংরক্ষণে অনিয়ম

- বিধি অনুযায়ী প্রতিটি বর্জ্য সংরক্ষণ পাত্রের বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী কালার কোড এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও হাসপাতালগুলোতে তা প্রতিপালনে ঘাটতি
  - ক্ষেত্রবিশেষে কালার কোড থাকলেও বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী সঠিক পাত্রে বর্জ্য সংরক্ষণ না করা; নির্দিষ্ট পাত্রে বর্জ্য না ফেলে পাশে ফেলে রাখা
  - রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য আলাদা করা এবং তা সাবধানতার সাথে ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি
  - ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ চিকিৎসা বর্জ্যের সাথে কোভিড-১৯ এর সুরক্ষা বর্জ্য একত্রে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা

নির্দেশনা অনুযায়ী বর্জ্য সংরক্ষণ পাত্র ব্যবহার না করা (%)

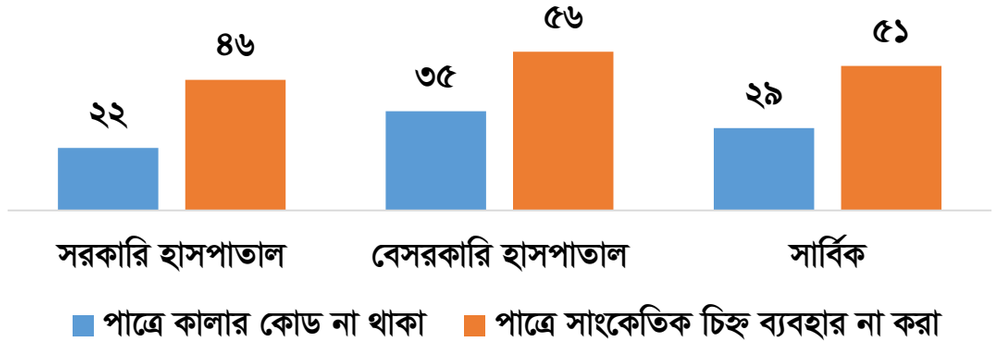

সাধারণ চিকিৎসা বর্জ্যের সাথে কোভিড-১৯ এর সুরক্ষা বর্জ্য একত্রে সংগ্রহ করা (%)

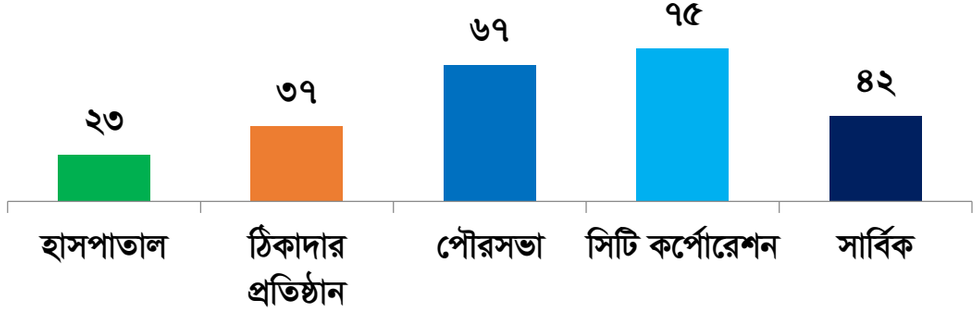

অনিয়ম ও দুর্নীতি

চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও বিনষ্টকরণে অনিয়ম

- বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য পুনঃব্যবহার রোধে রাবার/প্লাস্টিক নল ও বিভিন্ন ব্যাগ টুকরো করে কাটার নির্দেশনা থাকলেও তা প্রতিপালনে ঘাটতি
- ৪৯ শতাংশ হাসপাতালে সিরিঞ্জের সূচ ধ্বংসকারী যন্ত্র ব্যবহার না করা

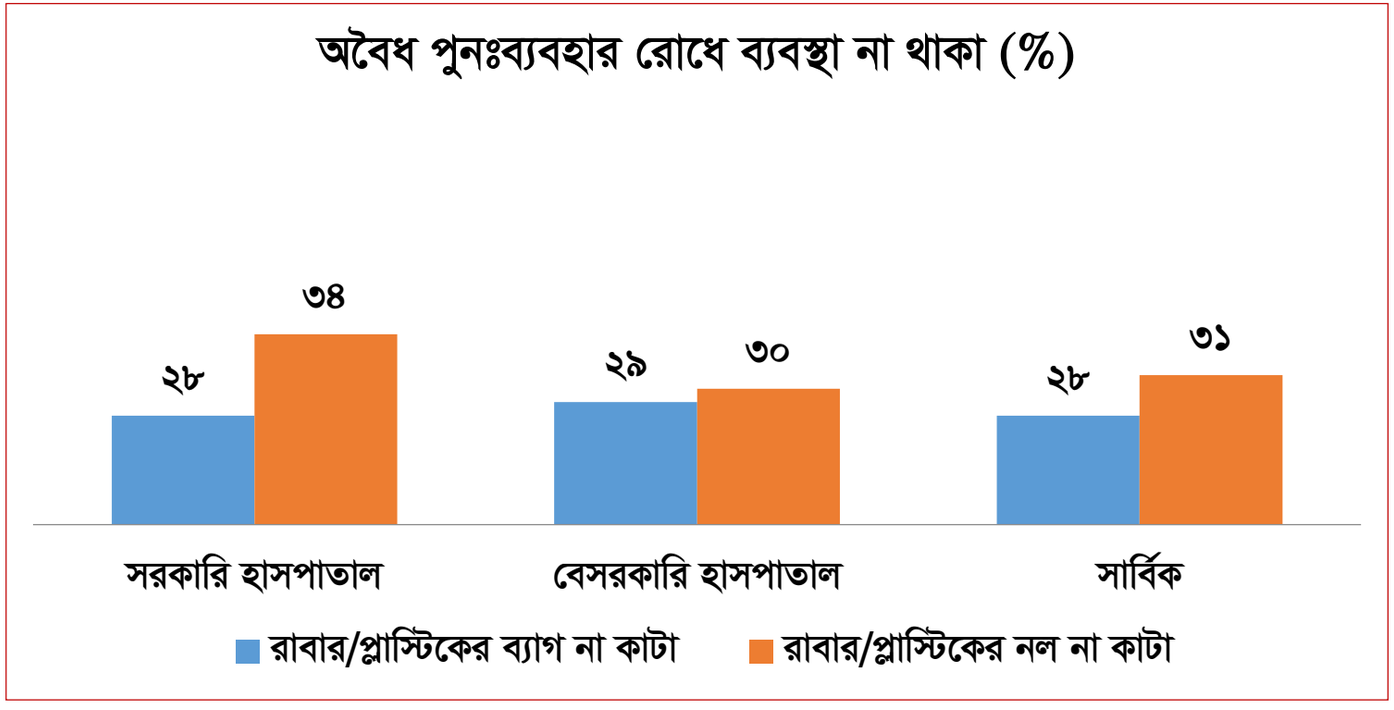

সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চিকিৎসা বর্জ্য বিক্রি

- সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য বিক্রি করা
  - হাসপাতালের কর্মী (সিন্ডিকেটের অংশ) কর্তৃক পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য, যেমন ব্যবহৃত কাচের বোতল, সিরিঞ্জ, স্যালাইন ব্যাগ ও রাবার/প্লাস্টিক নল নষ্ট না করে পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহকারীর (সিন্ডিকেটের অংশ) কাছে বিক্রি করা
  - পরবর্তীতে এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সঠিক প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত না করেই পরিষ্কার ও প্যাকেটজাত করে ওষুধের দোকান ও হাসপাতালে বিক্রি করা; ফলে এইচআইভিসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি
- সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য বিক্রি করা
  - হাসপাতালের কর্মী (সিন্ডিকেটের অংশ) কর্তৃক পুনঃচক্রায়নযোগ্য চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, ব্লেড, ছুরি, কাঁচি, রক্তের ব্যাগ ও নল, ধাতব উপকরণ ইত্যাদি) নষ্ট/ধ্বংস না করে সংক্রমিত অবস্থাতেই ভাঙ্গারি দোকানে এবং রিসাইক্লিং কারখানাগুলোতে (সিন্ডিকেটের অংশ) বিক্রি করা
  - সংক্রমিত অবস্থায় এসব বর্জ্য পরিবহণ করার ফলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও রিসাইক্লিং কারখানার কর্মীদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি
- একটি জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কেজি প্লাস্টিক চিকিৎসা বর্জ্য অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগ
- একটি সুপরিচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কালোবাজারে প্লাস্টিক চিকিৎসা বর্জ্যের অবৈধ ব্যবসার অভিযোগ

অনিয়ম ও দুর্নীতি

চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি

- অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছে ৫৫ শতাংশ বর্জ্যকর্মী
- চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী হিসেবে আলাদা নিয়োগের ব্যবস্থা থাকলেও তা না মানা; জরিপকৃতদের মধ্যে মাত্র ২৯ শতাংশের চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী হিসেবে নিয়োগ পাওয়া
- বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে নতুন ও অস্থায়ী কর্মীর শিক্ষানবিশকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই দ্রুত চাকরি স্থায়ীকরণের অভিযোগ

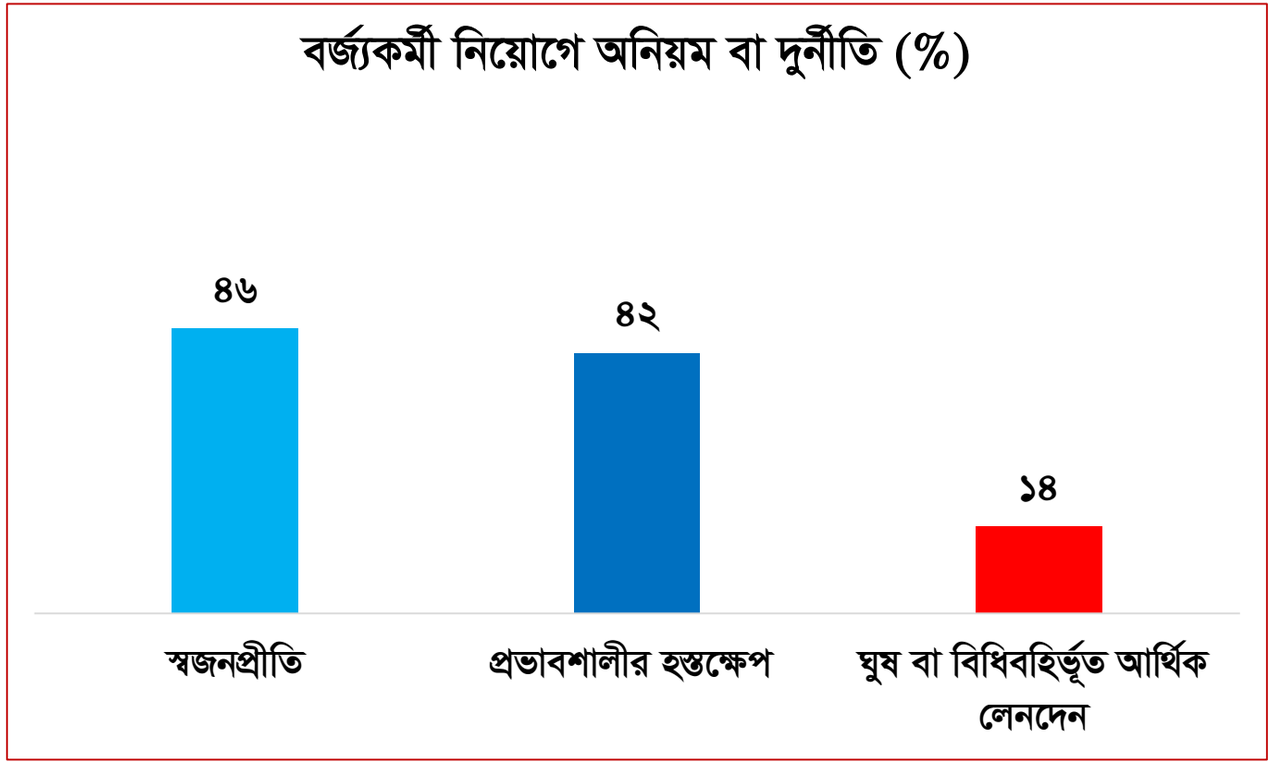

অনিয়ম ও দুর্নীতি

চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি

- হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানে বর্জ্যকর্মী নিয়োগে বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ এবং নিয়োগভেদে লেনদেনের পরিমাণ ২ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত

চিকিৎসা বর্জ্যকর্মীর বেতন প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি

- হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বর্জ্যকর্মীদের মাসিক বেতন প্রদানে কালক্ষেপণের অভিযোগ

চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী নিয়োগে বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন

প্রতিষ্ঠান	দুর্নীতির পরিমাণ (টাকা)	অর্থের গ্রহীতা
সরকারি হাসপাতাল	১-২ লাখ	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ
সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	৫-৬০ হাজার	মেয়র, কাউন্সিলর, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা
ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	২-১০ হাজার	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ

- কর্মী সরবরাহকারী এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বর্জ্যকর্মীদের মাসিক বেতন থেকে আংশিক কর্তনের অভিযোগ

অনিয়ম ও দুর্নীতি

ঠিকাদার নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি

- বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী ‘কর্তৃপক্ষ’ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান না করে তাদের সাথে বিভিন্ন মেয়াদে চুক্তি করে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- অধিকাংশ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিকিৎসা বর্জ্য পৃথককরণ, পরিবহণ, পরিশোধন ও অপসারণের সঠিক নিয়ম না মানা
- ঢাকার দুইটি সিটি কর্পোরেশনে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানকেই দীর্ঘদিন ধরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ; সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ‘একক আধিপত্য’ তৈরির অভিযোগ
- অন্য একটি সিটি কর্পোরেশনে অদক্ষ ও অভিজ্ঞতাহীন প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ; নিয়মিত চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ এবং তা সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করার অভিযোগ থাকলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি

তথ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম

- বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও নথিপত্র সংরক্ষণ করার নির্দেশনা থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃক তা প্রতিপালনে ঘাটতি
- যেসব হাসপাতাল (২৭ শতাংশ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে তাদের মধ্যে ১৬ শতাংশের নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি না করা

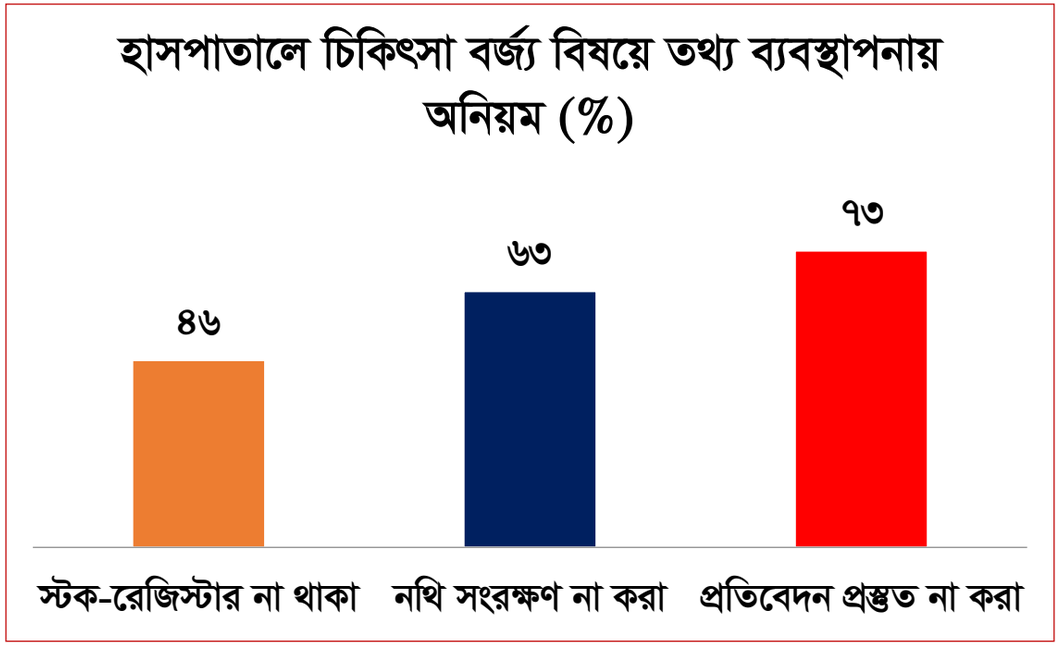

পরিবেশ ছাড়পত্র সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি

- সকল হাসপাতালের জন্য ছাড়পত্র নেওয়ার বিধান থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি হাসপাতাল কর্তৃক ছাড়পত্র না নেওয়া
- বেসরকারি হাসপাতালে ছাড়পত্র পেতে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক হয়রানির অভিযোগ
- ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্ধারিত ফির চেয়ে ৩-৪ গুণ বেশি টাকা দিতে বাধ্য করা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনি কাঠামোতে বিবিধ দুর্বলতা বিদ্যমান; পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, গাইডলাইন এবং সম্পূরক বিধি ও নির্দেশিকা কার্যকরভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ
- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ কার্যকর হবার ১৪ বছরেও 'কর্তৃপক্ষ' গঠন না হওয়ায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানসহ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি না হওয়া
- বিদ্যমান আইনি কাঠামো সম্পর্কে হাসপাতাল ও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঠিকভাবে অবগত না হওয়া; স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সমন্বয়ের ঘাটতিসহ এই ক্ষেত্রটির ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বে অবহেলা
- একদিকে অধিকাংশ হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ বর্জ্যের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা না থাকা; অন্যদিকে হাসপাতাল ও বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত, বাজেট, আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতে ঘাটতির কারণে এই ক্ষেত্রটির ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- একক‌ভাবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকার ফলে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি
- সংশ্লিষ্ট কর্মী ও ঠিকাদারের একাংশের যোগসাজশে বর্জ্য নষ্ট/ধ্বংস না করে বিক্রি করে দেওয়ার ফলে সংক্রমণ ও পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি; বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির ফলে এই ক্ষেত্রটিতে অনিয়ম-দুর্নীতি ক্রমশ বৃদ্ধি
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বে অবহেলা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির কারণে এই ক্ষেত্রটিতে অব্যবস্থাপনা বিরাজমান; চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই ক্ষেত্রটিকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না

সুপারিশ

১. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়, তদারকি ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে ‘কর্তৃপক্ষ’ গঠন করতে হবে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে

২. আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করতে হবে

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় সুস্পষ্টভাবে চিকিৎসা বর্জ্যকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে

৪. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে

৫. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধির জন্য এই ক্ষেত্রটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে

সুপারিশ

৬. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে; প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের জন্য ইটিপি ও এলাকভিত্তিক কেন্দ্রীয় ইনসিনারেটর স্থাপন করতে হবে এবং দক্ষ জনবল দ্বারা চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ করতে হবে

৭. চিকিৎসা বর্জ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

৮. সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে হবে

৯. চিকিৎসা বর্জ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যবীমা সুবিধা প্রদান করতে হবে

১০. কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরি করে উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করতে হবে

১১. পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য চিকিৎসা বর্জ্যের অবৈধ ব্যবসা বন্ধে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

ধন্যবাদ

চিকিৎসা বর্জ্য

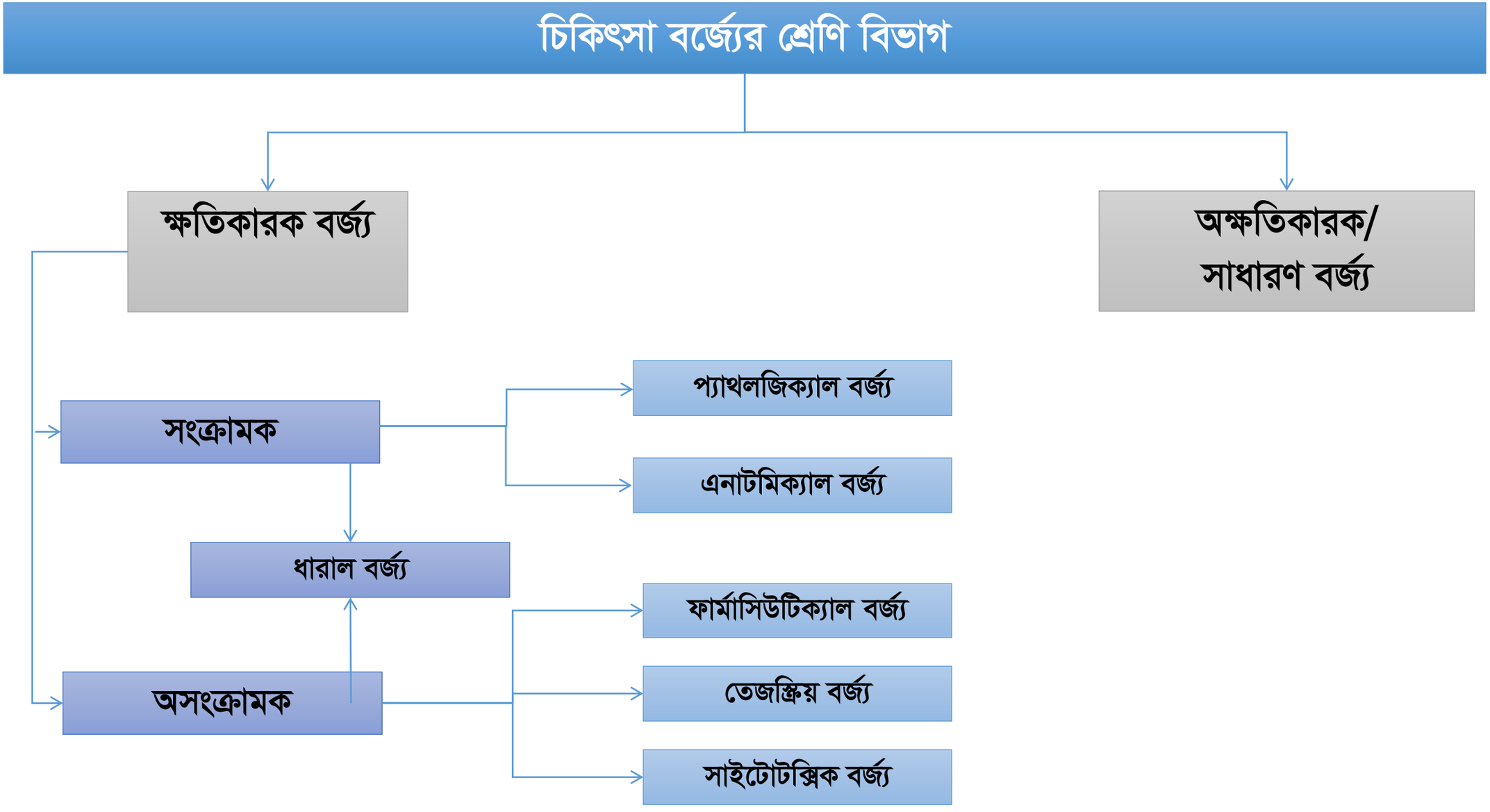
চিকিৎসা বর্জ্যের শ্রেণি বিভাগ
ক্ষতিকারক বর্জ্য
অক্ষতিকারক/
সাধারণ বর্জ্য
সংক্রামক
প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য
এনাটমিক্যাল বর্জ্য
ধারাল বর্জ্য
অসংক্রামক
ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য
তেজস্ক্রিয় বর্জ্য
সাইটোটক্সিক বর্জ্য

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা